হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৬৭৪/২০১৮

মোঃ আজিম উদ্দিন

----আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিবাদী

এ্যাডভোকেট মোঃ জাকির হোসেন

---আসামী-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ,কে,এম ফজলুল হক

----------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১১.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিভাগীয় বিশেষ জজ, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ৭২/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৫.০৬.২০১৭ তারিখের প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ জাকির হোসেন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম, ফজলুল হক বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র আপীল মেমো এবং নথি পর্যালোচনা করা হলো। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণ এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিভাগীয় বিশেষ জজ, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং-৭২/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ০৫.০৬.২০১৭ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

"তৎকালীন ঢাকা জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক মোঃ মোজাম্মেল হল ৩১/১০/১৯৯২ তারিখে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মতিঝিল থানায় আসামী মোঃ আজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে Penal Code এর ধারা ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ এবং তৎসহ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫ (২) এর অভিযোগে লিখিত এজাহার দায়ের করেন, যার প্রেক্ষিতে অত্র মামলার উদ্ভব হয়। *সংক্ষেপে প্রসিকিউশন কেস এই যে, আসামী মোঃ আজিমুদ্দিন ১৪/১২/৭৩ তারিখে নিজেকে ১০ শ্রেনী পাশ উল্লেখ করে রূপালী ব্যাংক লিঃ এ পিওন পদে চাকুরীর জন্য আবেদন করলে ০৩/০১/৭৪ তারিখ তাকে উক্ত পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর তিনি রূপালী ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখায় পিওন পদে কর্মরত থাকাকালে ২০/১১/৭৮ তারিখে উক্ত শাখার ব্যবস্থাপক বরাবরে লিখিত আবেদন করে উল্লেখ করেন যে, তিনি ঢাকা বোর্ডের অধীনে ১৯৭৮ সনে এইচএসসি পাশ করেছেন এবং উহার সমর্থনে টেস্টিমোনিয়েল এর সত্যায়িত কপি দাখিল করেন। ২৩/১১/৭৮ তারিখের স্মারক মূলে উক্ত শাখা ম্যানেজার বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করেন। এরপর ১৯/০৪/৮০ তারিখে রূপালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এক বিজ্ঞপ্তি জারী করে যে তৎকালে ২২৫-৩১৫ টাকার স্কেলে চাকুরীরতদের মধ্যে এইচএসসি পাশধারীগণ লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ক্লার্ক পদে আত্মীকরণের সুযোগ পাবেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক আসামী এইচএসসি পাশ হিসেবে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন এবং ২১/০৭/৮০ তারিখে তাকে ক্লার্ক পদে আত্মীকরণ করা হয়। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বোর্ডের অধীনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মহাবিদ্যালয়ে, ঢাকা থেকে ১৯৭৮ সনে মানবিক বিভাগ থেকে ৪৯৮৫২ নং রোল নম্বরে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এইচএসসি পাশের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র দাখিল করে একাধিক পদোন্নতি প্রাপ্তি হয়ে শেষ পর্যন ত সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তার এইচএসসি পাশের সনদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করা হলে ০১/১০/৯২ তারিখের স্মারক মূলে উক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান যে, ১৯৭৮ সনে মানবিক শাখায় মোঃ আজিমুদ্দিন, পিতা- আবদুল গফফার নামে কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেননি এবং সংযুক্ত সনদের ফটোকপি জাল মর্মে জানানো হয়। আসামী এসএসসি পাশ না করা সত্ত্বেও জাল সনদ সংগ্রহ করে তা সঠিক হিসেবে ব্যবহারক্রমে Penal Code এর ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারা ও Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫ (২) ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামীর বিরুদ্ধে ডিএমপি, মতিঝিল থানায় দায়েরকৃত এজাহারের ভিত্তিতে নিয়মিত মামলা রুজু হয় এবং উহার তদন্তভার দুর্নীতি দমন কমিশনের তৎকালীন সহকারী পরিদর্শক মোঃ মোজাম্মেল হকের উপর অর্পিত হলে তিনি সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ করেন, সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। তার তদন্তে এজাহারনামীয় আসামী মোঃ আজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো, ঢাকার স্মারক নং -২০-৯৪/মেট্রো/৩৭৪৬ তারিখঃ ২৮/০২/৯৪ মোতাবেক অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে Penal Code এর ধারা ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ এবং তৎসহ Prevention of Corruption Act, 1947 এর ধারা ৫ (২) মোতাবেক অভিযোগপত্র মতিঝিল থানার অভিযোগপত্র নং -১১৮, তারিখ ২১/০৩/৯৪ দাখিল করেন। *বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ, ঢাকা ২৬/০৬/৯৪ তারিখে আসামী মোঃ আজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে Penal Code এর ধারা ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ এবং Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫ (২) এর অপরাধ আমলে (cognizance) গ্রহণ করেন। আসামী মামলার শুরু থেকেই পলাতক থাকায় Criminal Law Amendment Act, 1958 এর ধারা 6 (1A) এর বিধান মোতাবেক তাকে হাজির হবার নির্দেশসহ ১৬ জুলাই, ১৯৯৪ তারিখের অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হাজির না হয়ে বিচার এড়িয়ে পলাতক থাকেন। অতঃপর মামলার নথিটি বিচার নিস্পত্তির জন্য অত্রাদালতে প্রেরণ করা হয়।* *অত্রাদালত মামলাটি গ্রহণের পর আসামী মোঃ আজিম উদ্দিনের অনুপস্থিতিতে বিচার পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে Penal Code এর ধারা ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ এবং তৎসহ Prevention of Corruption Act, 1947 এর ধারা ৫ (২) মোতাবেক অভিযোগ গঠন করা হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে আসামী পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ তাকে পাঠ করে শুনানো সম্ভব হয়নি এবং তার কোন ডিফেন্স কেস পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য আসামীকে এক পর্যায়ে পুলিশ গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে এবং আসামী জামিনে মুক্তির পর বিচার এড়িয়ে পলাতক হয়।* *Trial এ প্রসিকিউশন অভিযোগপত্রে বর্ণিত ১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ০৪ জন সাক্ষী হাজির করে পরীক্ষা করেন। বাকী ১০ জনের ৬*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জন মৃত্যুবরণ করেছেন, ২ জন চলাফেরা করতে অক্ষম এবং বাকী ২ জনকে ঠিকানামতে খুঁজে পাওয়া যায়নি মর্মে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আর কোন সাক্ষী হাজির করার সুযোগ/সম্ভাবনা না থাকায় সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত ঘোষণা করে প্রসিকিউশিনের যুক্তি-তর্ক শ্রবণ করা হয়। *বিবেচ্য বিষয়ঃ* *(১) আসামীর বিরুদ্ধে গঠিত Penal Code এর ধারা ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ এবং তৎসহ Prevention of Corruption Act, 1947 এর ধারা ৫ (২) এর অভিযোগ প্রসিকিউশনপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন কি?* *(২) অভিযোগ প্রমাণিত হলে কী দন্ড দেয়া সমীচীন?* *আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ-* *আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে সকল বিবেচ্য বিষয় একত্রে গৃহীত হলো।* *প্রসিকিউশনের উপস্থাপিত সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপঃ-* *পি.ডব্লিউ-১ মোঃ মোখতারুজ্জামানঃ-* *পি, ডব্লিউ-১ রূপালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল অফিসার মোখতারুজ্জামান তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, বিগত ১৭/১০/৯২ তারিখে ২.৩০ ঘটিকায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার আঃ রশিদ খানের নিকট হতে জব্দ তালিকা মূলে উক্ত তালিকায় বর্ণিত কাগজপত্র জব্দ করে তার (আঃ রশিদ খানের) জিম্মায় রাখেন। তিনি উক্ত জব্দ তালিকা (প্রদঃ ১) এবং তাতে থাকা তার স্বাক্ষর (প্রদঃ ১/১) প্রদর্শন করেন। তিনি জবানবন্দিতে আরো উল্লেখ করেন যে, বিগত ১৮/১০/৯২ তারিখে তিনি রূপালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে সিনিয়র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার আঃ রশিদ খানের নিকট হতে আসামী মোঃ আজিজ উদ্দিনের বার্ষিক গোপন তথ্য বিবরণী নথি জব্দ করেন। জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন এবং উপস্থাপনকারী আঃ রশিদ খানের জিম্মায় প্রদান করেন। তিনি উক্ত জব্দ তালিকা (প্রদঃ ২) এবং তাতে থাকা তার স্বাক্ষর (প্রদঃ ২/১) প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে আবার তদন্তকারী কর্মকর্তা আঃ রশিদ খানের নিকট হতে জিম্মাকৃত আলামতগুলো লিখিত কাগজের মাধ্যমে নিজেই গ্রহণ করেন এবং তাতেও তার স্বাক্ষর নেন। তিনি উক্ত রশিদ (প্রদঃ ৩) ও তাতে থাকা তার স্বাক্ষর (প্রদঃ ৩/১) প্রদর্শন করেন।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি,ডব্লিউ-২ মোঃ আঃ রশিদ খানঃ- *পি,ডব্লিউ-২ রূপালী ব্যাংক লিঃ এর অবসরপ্রাপ্ত ডিজিএম প্রদত্ত জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, বিগত ১৮/১০/৯২ তারিখে তিনি রূপালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে সিনিয়র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঐ দিন ১৫.০০ ঘটিকার সময় দুর্নীতি দমন ব্যুরোর একজন কর্মকর্তা এ মামলার আসামী মোঃ আজিম উদ্দিনের বার্ষিক গোপন তথ্য বিবরনী নথি এবং পদোন্নতি মুল্যায়ন শীট তার নিকট থেকে জব্দ করেন এবং তার জিম্মায় দেন। তিনি উক্ত জিম্মানামা তার স্বাক্ষর (প্রদঃ ২/২) প্রদর্শন করেন। এ জিম্মাকৃত আলামতগুলো বিগত ২৮/০৯/৯৩ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা তার নিকট হতে নিয়া যান এবং সিডিতে শামিল করেন। তিনি উক্ত আলামত (প্রদঃ ৪ সিরিজ) প্রদর্শন করেন। তিনি জবানবন্দিতে আরো উল্লেখ করেন যে, বিগত ১৭/১০/৯২ তারিখে এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রূপালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার প্রশাসন বিভাগের সিনিয়র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় কিছু কাগজপত্র জব্দ করে। উক্ত কাগজপত্র পরে তার জিম্মায় দেয়। তিনি উক্ত জিম্মানামায় তার থাকা স্বাক্ষর (প্রদঃ ১/২)) প্রদর্শন করেন। তিনি জিম্মাকৃত কাগজপত্রের ফটোকপি (প্রদঃ ৫ সিরিজ) আদালতে দাখিল করেন। জব্দ তালিকায় তিনি স্বাক্ষর করে কাগজপত্র জিম্মায় রাখেন।* ***পি, ডব্লিউ-৩ মঞ্জুর আলীঃ-*** *পি, ডব্লিউ-৩ ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের রেকর্ড সাপ্লায়ার প্রদত্ত জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৯৮০-২০০০ সনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকায় গোপনীয় শাখায় রেকর্ড সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। আই.ও এর চাহিদা মোতাবেক ১৯৭৮ সনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মানবিক বিভাগের ৪৯৮৫২ নং রোলের মোঃ আজিম উদ্দিন, পিতা-আঃগাফফার নামে কোন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেননি মর্মে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে ০১/১০/৯২ তারিখের ৩২/গোপ/৯২ স্মারকের একটি চিঠি তিনি প্রস্তুত করেন। তাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ময়েন উদ্দিন এবং সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আঃ সালাম মিয়া স্বাক্ষর করেন। তারা উভয়ে মারা গিয়েছেন। তিনি উক্ত চিঠিতে কপি (প্রদঃ৫/১) দেখে প্রদর্শন করেন।* ***পি, ডব্লিউ-৪ আ.স.ম. শাহ আলমঃ-*** *পি,ডব্লিউ-৪ আ.স.ম. শাহ আলম, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-২ এর উপ সহকারী পরিচালক প্রদত্ত*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে, এ মামলার এজাহারকারি ও তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ মোজাম্মের হক তার সহকর্মী ও ব্যাচমেট ছিলেন। চাকুরীরত থাকাবস্থায় স্ট্রোক করে দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে মারা গিয়েছেন। তাকে, তার হাতের লেখা ও স্বাক্ষর তিনি চিনেন/চিনতেন। এ মামলার এজাহার (প্রদঃ ৬) তিনি (মোজাম্মেল হক) দায়ের করেন ৩১/১০/৯২ তারিখে মতিঝিল থানায়, যা মতিঝিল থানার মামলা নং-৮০ তারিখ ৩১/১০/৯২ হিসেবে রেকর্ড হয়। এতে থাকা তার স্বাক্ষর (প্রদঃ ৬/১) প্রদর্শন করেন। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর স্মারক নং ৩৭৪৬ তারিখ ২৮/০২/৯৪ (প্রদঃ ৭) মূলে অনুমোদন পেয়ে তিনি মতিঝিল থানার অভিযোগপত্র নং -১১৮ তারিখ ২১/০৩/৯৪ দাখিল করেন। *আসামী পলাতক থাকায় উপরোক্ত সাক্ষীদের জেরা করা হয়নি।* *এখন প্রসিকিউশনের উপস্থাপিত সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যাক আসামীর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে কিনা?* ***প্রদর্শনী:*** *৫/১১ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ আজিমুদ্দিন, রূপালী ব্যাংক, মতিঝিল শাখায় পিওন পদে চাকুরীরত থাকাবস্থায় ২০/১১/৭৮ তারিখে শাখা ব্যবস্থাপক বরাবরে আবেদন করে উল্লেখ করেন যে, ০৯/০১/৭৪ তারিখ থেকে তিনি পিওন পদে চাকুরী করে আসছেন, ইতোমধ্যে ১৯৭৮ সনে তিনি এইচএসসি পাশ করেছেন এবং উক্ত আবেদনের সাথে এইচএসসি পাশের টেষ্টিমোনিয়াল এর সত্যায়িত কপি সংযোজন করেছেন মর্মে উল্লেখ করা হয়। প্রদর্শনী-৫/২ (টেষ্টিমোনিয়েল) এর ফটোকপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ আজিমুদ্দিন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মহাবিদ্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ইস্যুকৃত টেষ্টিমোনিয়েল অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড, ঢাকা এর ১৯৭৮ সনে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যামিক পরীক্ষায় মানবিক বিভাগ থেকে ৪৯৮৫২ নম্বর রোল নম্বরধারী হিসেবে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৩য় বিভাগে উত্তীর্ন হয়েছেন। প্রদর্শনী-৫/১৩ হল উক্ত পরীক্ষায় পাশের নম্বর পত্রের ফটোকপি যা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত মর্মে দাবী করা হয়েছে। উক্ত শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ইস্যুকৃত উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার সনদের ফটোকপি (প্রদঃ ৫/১৫) পর্যালোচনা করে দেখা যায় আসামী মোঃ আজিমুদ্দিন রোল ঢাকা নং-৪৯৮৫২ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মহাবিদ্যালয়ে হতে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১৯৭৮ সনে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় মানবিক শাখায় ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রদর্শনী-৫ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ আজিমুদ্দিনের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের ১টি সনদের ফটোকপি প্রেরণ পূর্বক তা যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা বরাবরে রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের উপ-মহা ব্যবস্থাপক ১৬/০৯/৯২ তারিখে পত্র প্রেরণ করেন। প্রদর্শনী-৫/১ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ০১/১০/৯২ তারিখে স্মারক নং-৩২/গোপ/৯২ মূলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা মহাব্যবস্থাপক, রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়কে জানিয়েছেন যে, উপরে বর্ণিত পত্রের প্রেক্ষিতে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই করে মোঃ আজিমুদ্দিন, পিতা-আবদুল গফফার নামের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার মূল সনদপত্রের ফটোকপি সঠিক পাওয়া গিয়েছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল সনদপত্রের ফটোকপি সঠিক নয়। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭৮ সনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মানবিক শাখায় ৪৯৮৫২ রোলের মোঃ আজিমুদ্দিন, পিতা-আব্দুল গাফফার নামে কোন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেননি এবং এতদসংক্রান্ত ফটোকপি জাল সনদপত্র হতে ফটোকপি করা হয়েছে। প্রদর্শনী ৫ সিরিজের অন্যান্য কাগজাদি এবং ৪ সিরিজের কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী মোঃ আজিমুদ্দিনক ১০ম শ্রেনী পাশ মর্মে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ১৯৭৪ সনে পিওন পদে নিয়োগ দেয়া হয় এবং অতঃপর তিনি যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করেছেন মর্মে সনদ দাখিলের ভিত্তিতে তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়। *উপর্যুক্ত আলোচনাসহ নথি পর্যালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আসামী মোঃ আজিমুদ্দিন ১০ম শ্রেনী পাশ করে ১৯৭৪ সনে রূপালী ব্যাংক লিঃ এ পিওন পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে এসএসসি পাশ করলেও অসদুদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সনে ঢাকা বোর্ডের অধীন এইচএসসি পাশ করেছেন মর্মে মিথ্যা দাবী করে জাল জেনেও জাল সনদপত্র জেনুইন হিসেবে ব্যবহার করে Penal Code এর ৪৭১ ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।* *এমতাবস্থায় তাকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ২ (দুই) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ২ (দুই) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতএব, *আদেশ হয় যে,* *পলাতক আসামী মোঃ আজিমুদ্দিনকে Penal Code এর ৪৭১ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ২ (দুই) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ২ (দুই) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল।* *আসামী এ মামলায় ৪২ দিন হাজতবাস করায় Code of Criminal Procedure, 1898 এর ৩৫এ ধারার বিধান মোতাবেক তার মোট সাজার মেয়াদ থেকে বাদ যাবে।* *পলাতক আসামী মোঃ আজিমুদ্দিন আদালতে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন অথবা গ্রেপ্তারের তারিখ হতে দন্ড কার্যকর হবে।* *পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে অত্র রায়ের আদেশাংশের অনুলিপিসহ গ্রেফতারী পরোয়ানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বংশাল, ডি.এম.পি, ঢাকা ও পুলিশ কমিশনার, ঢাকা বরাবরে ইস্যু করা হোক।* *অত্র রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ সি,এম,এম, ঢাকা এবং ডি,এম, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করা হোক* *আমার কথিত ও সংশোধিত মতেঃ* *স্বাক্ষর-অস্পষ্ট* *স্বাক্ষর-অস্পষ্ট* *(এম আতোয়ার রহমান)* *(এম আতোয়ার রহমান)* *০৫.০৬.২০১৭* *০৫.০৬.২০১৭* *বিভাগীয় স্পেশাল জজ, ঢাকা* *বিভাগীয় স্পেশাল জজ, ঢাকা* প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি না-মঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে,অত্র আপীলটি নামঞ্জুর করা হল। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ৭২/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৫.০৬.২০১৭ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারীকে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ